amber IT
News Letter

April 2026 ● Vol 01 ● Issue 04 P-1

আম্বার আইটির আইওটি সিকিউরক্যাম

নতুন ধরনের স্মার্ট নজরদারি ক্যামেরা সেবা চালু করেছে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

সারাদেশে ফ্রি 'ওয়াই-ফাই জোন'

সারাদেশে আম্বার আইটির ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য ফ্রি 'ওয়াই-ফাই জোন' স্থাপন করা হচ্ছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

আম্বার আইটির নতুন পপ

আম্বার আইটি লিমিটেড প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে নতুন পপ স্থাপন করছে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

১৩-১৫ এপ্রিল 'ব্রডব্যান্ড এক্সপো'

BROADBAND EXPO 2026
LINKING PEOPLE • LINKING FUTURE
ORGANISED BY ISPAB

দেশে ১৩-১৫ এপ্রিল প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ব্রডব্যান্ড এক্সপো। রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী চলবে। প্রদর্শনীর আয়োজক দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবি। প্রদর্শনীতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি, সেবা এবং বিভিন্ন আইএসপির অফার প্রদর্শন করা হবে। এক্সপোতে থাকবে একাধিক সেমিনার। প্রদর্শনীর বিষয়ে দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবির সভাপতি আমিনুল হাকিম বলেন, উচ্চগতির ও স্থিতিশীল সংযোগ ছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি এবং বহুসেবা নির্ভর ডিজিটাল জীবনযাপন টেকসই করা কঠিন। এ প্রেক্ষাপটেই আয়োজন করা হচ্ছে 'ব্রডব্যান্ড এক্সপো-২০২৬'।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গঠনে ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের প্রসার বাড়াতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রদর্শনীতে জাতীয় পর্যায়ের ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নেবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা স্টল বরাদ্দ থাকবে।

নতুন প্রযুক্তি, সেবা ও প্যাকেজ উন্মোচনের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকেরাও উপকৃত হবেন বলে আশা আয়োজকদের। তিন দিনের কর্মসূচির মধ্যে প্রথম দিন উদ্বোধন, দ্বিতীয় দিন দুটি সেমিনার এবং শেষ দিন সমাপনী আয়োজন থাকবে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে এবং ফিক্সড ব্রডব্যান্ড শিল্পকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে 'ব্রডব্যান্ড এক্সপো ২০২৬' তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্টরা।

এআই এজেন্ট: ভবিষ্যতের সহকর্মী

প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির এই সময়ে এআই এজেন্ট ধারণাটি নতুন এক বাস্তবতার দরজা খুলে দিয়েছে। একসময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) মানেই ছিল নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সফটওয়্যার। কিন্তু এখন এআই এজেন্ট কেবল উত্তর দেয় না; বরং লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তথ্য সংগ্রহ করে, বিশ্লেষণ চালায় এবং সম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে পারে। ফলে এটি শুধু একটি সহকারী নয়, বরং ভবিষ্যতের সহকর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

এই ধারণার শিকড় অনেক পুরোনো। ১৯৫০ সালে অ্যালান টুরিং মেশিনের চিন্তাশক্তি নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেখান থেকেই বুদ্ধিমান যন্ত্রের ধারণা শুরু। পরবর্তীতে নিয়মভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সফটওয়্যার তৈরি হলেও সেগুলোর সক্ষমতা ছিল সীমিত। প্রকৃত পরিবর্তন শুরু হয় ২০১০-এর পর, যখন মেশিন লার্নিং ও গভীর শিক্ষণ প্রযুক্তি উন্নত হতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় চ্যাটজিপিটির মতো সিস্টেম আসার পর দেখা যায়- সফটওয়্যার শুধু আলাপই করছে না, বরং পরিকল্পনা করছে, লেখা তৈরি করছে, এমনকি জটিল কাজও সম্পন্ন করছে।

একটি আধুনিক এআই এজেন্ট সাধারণত চারটি ধাপে কাজ করে- লক্ষ্য বোঝা, তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা তৈরি এবং কাজ বাস্তবায়ন। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি কম খরচে ভ্রমণ পরিকল্পনা চান, এজেন্ট তখন যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থা, সময়সূচি ও বাজেট বিশ্লেষণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দিতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এটি রিপোর্ট তৈরি, তথ্য বিশ্লেষণ ও গ্রাহকসেবা উন্নত করতে সহায়তা করছে। স্বাস্থ্য খাতে রোগ নির্ণয়ে সহায়ক বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পাঠ পরিকল্পনাও সম্ভব হচ্ছে।

ভবিষ্যতে এআই এজেন্টের ব্যবহার আরও বিস্তৃত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে এটি সময়সূচি ও অর্থব্যবস্থা পরিচালনায় সহায়ক হবে। অফিসে অনেক নিয়মিত কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করবে। এমনকি একাধিক এজেন্ট একসঙ্গে কাজ করে বড় প্রকল্প পরিচালনা করতে পারবে। রোবট, ড্রোন ও স্বয়ংচালিত যানের নিয়ন্ত্রণেও এদের ভূমিকা বাড়বে।

তবে এই সম্ভাবনার পাশাপাশি কিছু উদ্বেগও রয়েছে। স্বয়ংক্রিয়তা বাড়ার ফলে কিছু পেশার ধরন বদলে যেতে পারে। তথ্যের গোপনীয়তা, ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি এবং সাইবার নিরাপত্তা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তাই প্রযুক্তির সঙ্গে নৈতিকতা ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাও সমান গুরুত্ব পাবে।

ইতিহাস বলছে, নতুন প্রযুক্তি যেমন কিছু কাজের অবসান ঘটায়, তেমনি নতুন কাজের সুযোগও সৃষ্টি করে। এআই এজেন্টও তার ব্যতিক্রম নয়। এটি মানুষের বিকল্প নয়; বরং মানুষের দক্ষতাকে আরও শক্তিশালী করার একটি মাধ্যম। ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রে মানুষ কৌশল নির্ধারণ করবে, আর এআই দ্রুত তা বাস্তবায়ন করবে।

স্মার্ট নিরাপত্তায় নতুন প্রযুক্তি, আম্বার আইটির আইওটি সিকিউরক্যাম

নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে নতুন ধরনের স্মার্ট নজরদারি ক্যামেরা সেবা চালু করেছে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি লিমিটেড। 'আইওটি সিকিউরক্যাম' নামে চালু হওয়া এই ক্যামেরায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি এবং ক্লাউড স্টোরেজ সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে প্রচলিত সিসিটিভি ব্যবস্থার মতো আলাদা রেকর্ডিং যন্ত্র ব্যবহার ছাড়াই ভিডিও সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

আম্বার আইটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নতুন এই ক্যামেরায় বার্তা নোটিফিকেশন, ভিডিও পুনরায় দেখা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বিশ্লেষণসহ নানা ধরনের সুবিধা রয়েছে। এতে আলাদা করে ভিডিও রেকর্ডিং যন্ত্র- যেমন নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার বা ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। ফলে বাসা, অফিস, দোকান কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এটি সহজেই ব্যবহার করা যায়।

প্রচলিত সিসিটিভি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা

প্রচলিত সিসিটিভি ব্যবস্থায় সাধারণত শুরুতেই তুলনামূলক বেশি খরচ হয়। পাশাপাশি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে, দূর থেকে সহজে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না এবং যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও থাকে। অনেক সময় ভিডিও সংরক্ষণেরযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজও হারিয়ে যায়। আম্বার আইটির নতুন এই ক্যামেরায় এসব সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সরাসরি ভিডিও দেখা যাবে মোবাইলে

এই স্মার্ট ক্যামেরা ব্যবহারের বড় সুবিধা হলো, ব্যবহারকারী যেকোনও সময় নিজের মোবাইল ফোন বা ট্যাবলেট থেকে ক্যামেরার সরাসরি ভিডিও দেখতে পারবেন। এমনকি ক্যামেরাটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা চুরি হয়ে যায়, তবুও আগে ধারণ করা ভিডিও ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষিত থাকায় সেগুলো পরে দেখা সম্ভব হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় উন্নত সনাক্তকরণ

এই ক্যামেরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সনাক্তকরণ প্রযুক্তি। স্মার্ট ক্লাউড সেবার মাধ্যমে ভিডিওতে মানুষে মুখ, মানুষের উপস্থিতি, প্যাকেট বা পার্সেল, যানবাহন এবং প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য সনাক্ত করা যায়। ফলে অপ্রয়োজনীয় সতর্কবার্তা কমে যায় এবং ব্যবহারকারী কেবল গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতাগুলোই পান।

দীর্ঘমেয়াদি নিরাপদ ভিডিও সংরক্ষণ

এই সেবায় সতর্কবার্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভিডিও রেকর্ডিং সর্বোচ্চ ৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সব ভিডিও তথ্য নিরাপদভাবে এনক্রিপশন পদ্ধতিতে ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষণ করা হয় এবং ব্যবহারকারী যেকোনও সময় সেই ভিডিও দেখতে পারেন। বিভিন্ন প্যাকেজে ৩, ৭, ১৫ এবং ৩০ দিন পর্যন্ত ভিডিও সংরক্ষণের সুবিধা রয়েছে।

সতর্কবার্তার সঙ্গে চলমান ছবি

ক্যামেরার বুদ্ধিমান সনাক্তকরণ ব্যবস্থা যখন কোনও সতর্কবার্তা পাঠায়, তখন সেই বার্তার সঙ্গে ছোট আকারের চলমান ছবি বা জিআইএফ যুক্ত থাকে। এতে ব্যবহারকারী বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত বুঝতে পারেন কী ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

পরিবারের সদস্যদের মুখ আলাদা করে সনাক্ত

ব্যবহারকারী চাইলে পরিবারের সদস্যদের মুখের ছবি সিস্টেমে যুক্ত করতে পারেন। এরপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই মুখগুলো সনাক্ত (ফেস ম্যাচিং) করতে পারে এবং পরিবারের সদস্যদের ছবিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলাদা করে শ্রেণিবিন্যাস করে সংরক্ষণ করতে পারে।

মোবাইলের লকস্ক্রিনেই সতর্কবার্তা

স্মার্ট নোটিফিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্যামেরায় ধরা পড়া বিশেষ কোনও ঘটনা সরাসরি ব্যবহারকারীর মোবাইল ফোনের লকস্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়।

প্রতিদিনের ঘটনার স্বয়ংক্রিয় পর্যালোচনা

এই সেবায় প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও তৈরি করা হয়। সেখানে মানুষ, যানবাহন, প্যাকেট বা প্রাণীর উপস্থিতি অনুযায়ী ঘটনাগুলো আলাদাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা থাকে।

ক্লাউড ভিডিও ডাউনলোড সুবিধা

ব্যবহারকারী চাইলে যেকোনও সময় ক্লাউড স্টোরেজে সংরক্ষিত ভিডিও ডাউনলোড করে নিজের মোবাইল ফোন, কম্পিউটার বা অন্য যন্ত্রে সংরক্ষণ করতে পারেন।

গোপনীয়তা সুরক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা

ক্যামেরায় ধারণ করা ছবিগুলো কেবল মুখ সনাক্তকরণ (ফেস ম্যাচিং) জন্য ব্যবহার করা হয়। সনাক্ত হওয়া মুখের ছবিগুলো কেবল সংরক্ষণের জন্য রাখা হয় এবং ব্যবহারকারীর মুখসংক্রান্ত কোনও তথ্য সংগ্রহ বা অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করা হয় না। এই ব্যবস্থাটি আন্তর্জাতিক গোপনীয়তা সুরক্ষা নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ থাকে।

তথ্য সুরক্ষায় উন্নত এনক্রিপশন

ব্যবহারকারীর তথ্য সুরক্ষিত রাখতে উন্নত এনক্রিপশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মুখের ছবি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য নিরাপদ ক্লাউড অবকাঠামোয় সংরক্ষণ করা হয়,

আম্বার আইটির মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ক্লাউড প্রযুক্তির সমন্বয়ে তৈরি এই স্মার্ট ক্যামেরা বাসা, অফিস ও বাণিজ্যিক স্থাপনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, সহজ ও নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।

যোগাযোগ : ০৯৬১১-১২৩ ১২৩

আম্বার আইটির গ্রাহকদের জন্য সারাদেশে ফ্রি 'ওয়াই-ফাই জোন'

দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবাকে আরও সহজলভ্য করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে দেশের অন্যতম শীর্ষ ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি লিমিটেড। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার পাশাপাশি এবার সারাদেশে আম্বার আইটির ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য ফ্রি 'ওয়াই-ফাই জোন' স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এসব জোনে আম্বার আইটির ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করতে পারবেন। ইতোমধ্যে দেশের ১৫টি স্থানে ওয়াই-ফাই জোন চালুর মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যে দেশজুড়ে মোট ৫০০টি ওয়াই-ফাই জোন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে আম্বার আইটির।

প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও জনাকীর্ণ স্থানসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত এলাকায় ধাপে ধাপে এসব ওয়াই-ফাই জোন স্থাপন করা হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করেই এসব পয়েন্ট পরিচালনা করা হবে। সাধারণত ফার্মেসি, চায়ের দোকান, মুদি দোকানসহ স্থানীয় ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়াই-ফাই পয়েন্টগুলো গড়ে তোলা হবে।

আম্বার আইটি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমিনুল হাকিম বলেন, সারাদেশে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ওয়াই-ফাই জোন উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ খুব সহজে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্যও এটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

আম্বার আইটির বিদ্যমান গ্রাহকেরা যে মোবাইল নম্বর দিয়ে প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন করেছেন, সেই নম্বর ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ওয়াই-ফাই জোনে সংযোগ নিয়ে বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। অন্যদিকে যারা আম্বার আইটির গ্রাহক নন, তারাও কুপন কার্ড ক্রয়ের মাধ্যমে সহজেই এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

এসব ওয়াই-ফাই পয়েন্টে বিভিন্ন মেয়াদের কুপন কার্ড পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ৫ ঘণ্টার জন্য ৮ টাকা, ১ দিনের জন্য ১২ টাকা, ৭ দিনের জন্য ৬৬ টাকা এবং ৩০ দিনের জন্য ২০০ টাকার প্যাকেজ। কুপন কার্ডে দেওয়া কোড ব্যবহার করে গ্রাহকেরা সহজেই ইন্টারনেটে সংযুক্ত হতে পারবেন।

ইতোমধ্যে বরিশালের বিবির পুকুর পাড়, ভোলার চরফ্যাশনের জ্যাকব টাওয়ার এলাকা, শ্রীমঙ্গলের রেলস্টেশন, সিরাজগঞ্জের শিয়ালকোল কলেজ রোড এবং নীলফামারী জেলার ইপিজেড মোড়ে এসব ওয়াই-ফাই জোন চালু করা হয়েছে।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় মানুষের জন্য সহজ ও সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করা আরও সহজ হবে। শিক্ষার্থী, ভ্রমণকারী, ফ্রিল্যান্সারসহ সাধারণ ব্যবহারকারীরা প্রয়োজনের সময় দ্রুত ইন্টারনেট সংযোগ পেয়ে উপকৃত হবেন। একই সঙ্গে স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীরাও ওয়াই-ফাই পয়েন্ট পরিচালনার মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ পাবেন।

মেসেঞ্জারে এআইভিত্তিক স্ক্যাম প্রতিরোধ জোরদার করেছে মেটা

বিশ্বজুড়ে অনলাইন প্রতারণার ঝুঁকি বাড়তে থাকায় মেসেজিং প্ল্যাটফর্মকে আরও নিরাপদ করতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে মেটা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের জনপ্রিয় অ্যাপ মেসেঞ্জারে উন্নত স্ক্যাম প্রোটেকশন ফিচার চালু করেছে, যা ব্যবহারকারীদের সন্দেহজনক বার্তা থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যদি কোনও সন্দেহজনক মেসেজ পান, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা দেখতে পাবেন। সিস্টেমটি বার্তার লিংক, টেক্সট এবং আচরণগত প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য স্ক্যাম সনাক্ত করে। শুধু সনাক্ত করাই নয়, সতর্কবার্তায়

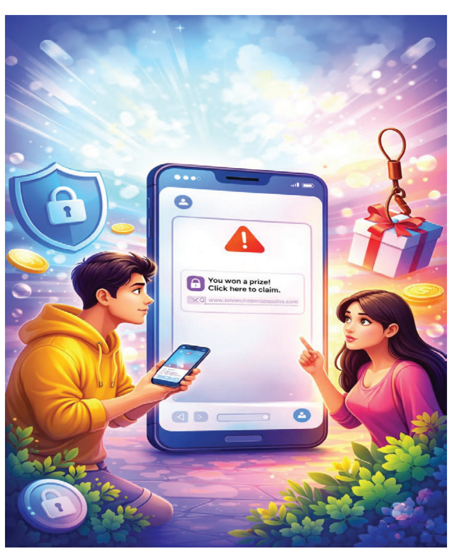

কেন মেসেজটি ঝুঁকিপূর্ণ- তার ব্যাখ্যাও তুলে ধরা হয়, যা ব্যবহারকারীদের সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

এছাড়া, নতুন আপডেটে যুক্ত হয়েছে সহজ রিপোর্টিং সুবিধা। ব্যবহারকারীরা মাত্র এক ক্লিকেই সন্দেহজনক মেসেজ রিপোর্ট করতে পারবেন। বিশেষ করে রোমান্স স্ক্যাম, ফিশিং লিংক বা অর্থ চাওয়ার মতো প্রতারণামূলক কৌশল থেকে রক্ষা পেতে এই ফিচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তিভিত্তিক এই সুরক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ এআই চালিত। মেটার দাবি অনুযায়ী, তাদের সিস্টেম প্রতিদিন লাখ লাখ স্ক্যাম মেসেজ সনাক্ত ও ব্লক করতে সক্ষম। সতর্কবার্তায় ব্যবহারকারীদের অপরিচিত লিংকে ক্লিক না করার পরামর্শও দেওয়া হয়।

মেটার গ্লোবাল সেফটি টিম জানিয়েছে, ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। নতুন এই ফিচার ইতোমধ্যে অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস প্ল্যাটফর্মে চালু হয়েছে এবং ধাপে ধাপে সব ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

আম্বার আইটি ও লা লা মুভের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

দেশের ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি লিমিটেড এবং অন-ডিমান্ড ডেলিভারি ও লজিস্টিকস সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান লা লা মুভের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের জন্য আরও সহজ বাসা বদল সেবা এবং নিরবচ্ছিন্ন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করবে।

ডিজিটাল যুগে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ ও ঝামেলামুক্ত বাসা বদল- দুটিই নগর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে আম্বার আইটি ও লালামুভ যৌথভাবে এমন একটি সুবিধা চালু করেছে, যা গ্রাহকদের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে।

আম্বার আইটি দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন শহরে নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা দিয়ে আসছে। আধুনিক নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, দক্ষ প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের আস্থা অর্জন করেছে।

অন্যদিকে লা লা মুভ বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি চাহিদাভিত্তিক ডেলিভারি ও পণ্য পরিবহন সেবা প্ল্যাটফর্ম। সহজ অ্যাপভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকেরা দ্রুত ও নিরাপদে বাসা বদলসহ বিভিন্ন ধরনের পরিবহন সেবা নিতে পারেন। এই অংশীদারত্বের ফলে দুই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকেরা পাচ্ছেন বেশ কিছু আকর্ষণীয় সুবিধা।

গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা

১. লা লা মুভের অ্যাপ ব্যবহার করে বাসা বদল করলে আম্বার আইটির গ্রাহকেরা পাবেন সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ মূল্যছাড়।

২. লা লা মুভের বিভিন্ন সেবায় আম্বার আইটির গ্রাহকদের জন্য থাকবে বিশেষ মূল্যছাড় কুপন ও অফার। ৩. আম্বার আইটির নতুন ইন্টারনেট সংযোগ নিলে এক মাসের বিলেই ব্যবহার করা যাবে দেড় মাস ইন্টারনেট সেবা। অর্থাৎ গ্রাহকেরা পাবেন অতিরিক্ত ১৫ দিন সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের দ্রুতগতির ইন্টারনেট।

এর ফলে গ্রাহকেরা একদিকে যেমন কম খরচে ও সহজে বাসা বদল করতে পারবেন, অন্যদিকে নতুন বাসায় উঠেই ব্যবহার করতে পারবেন নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ। সংশ্লিষ্টরা জানান, নতুন বাসায় ওঠার পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক সময়ই ঝামেলাপূর্ণ হয়ে ওঠে। তবে আম্বার আইটি ও লালামুভের এই যৌথ উদ্যোগের ফলে বাসা বদলের কাজটি এখন আরও দ্রুত, সহজ ও ঝামেলামুক্ত হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রাহকেরা একইসঙ্গে পাবেন দ্রুত ও নিরাপদ বাসা বদল সেবা, স্থিতিশীল দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং বিভিন্ন আকর্ষণীয় মূল্যছাড় সুবিধা। ফলে এক প্ল্যাটফর্মেই তৈরি হবে আরও সুবিধাজনক ও আধুনিক সেবার অভিজ্ঞতা।

ইন্টারনেট সংযোগ নিতে আজই অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করুন: https://registration.amberit.com.bd/

কল করুন: ০৯৬১১-৯৩৩৯৩৩।

হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৯৫৮০৩৬১৭২।

আম্বার আইটির নতুন পপ

আম্বার আইটি লিমিটেড প্রতি মাসে দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে নতুন পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (পপ) স্থাপন করেছে। গ্রাহকদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে এই অবকাঠামো সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দেশের একাধিক জায়গায় নতুন পপ চালু করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকেরা উন্নত মানের ব্রডব্যান্ড সংযোগ ও স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক সুবিধা পাচ্ছেন। বিশেষ করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেবার মানোন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে নতুন পপ স্থাপন করা হবে। প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মান উন্নত করাই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

মার্চ মাসে যেসব জায়গায় পপ স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো-

ইউনিয়ন: পার্বতীপুর, (গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ)। চান্দনি, (রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী) ও হাটুরিয়া-নাকালিয়া ও কৈতলা, (বেড়া, পাবনা)।

ফেব্রুয়ারি মাসে যেসব জায়গায় পপ স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো- উপজেলা: বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)।

ইউনিয়ন: হরিশংকরপুর (ঝিনাইদহ সদর), একাটুনা (মৌলভীবাজার সদর), তরফপুর (মির্জাপুর), লালোর (সিংড়া)।